ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে রাখা 'ধিক্কার স্তম্ভে' গতকাল শিক্ষার্থীরা একাত্তরের রাজাকার ও আল-বদরদের প্রতি এভাবেই ধিক্কার জানান —প্রথম আলো

অনলাইন সংস্করণ
প্রথম আলো

বন্ধ করুন প্রিন্ট করুন

ঢাকা, মঙ্গলবার, ২৭ মার্চ ২০০৭, ১৩ চৈত্র ১৪১৩, ৭ রবিউল আউয়াল ১৪২৮
বর্ষ ৯, সংখ্যা ১৪০, আপডেট : বাংলাদেশ সময় রাত ২টা ১৫ মিনিট

স্কুলপাঠ্যে জোটের চিরুনি অভিযান, রাজাকার-আলবদর হাওয়া

শরিফুজ্জামান পিন্টু

২০০১ সালে জামায়াতে ইসলামী দেশের ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার পর সরকারিভাবে প্রকাশিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ে চিরুনি অভিযান চালিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের প্রসঙ্গ ঝেড়ে ফেলা হয়েছে। বিএনপি-জামায়াতের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকে এ বিষয়টি কৌশলে বাদ দিয়েছে।

১৯৭২ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারী হিসেবে কারও নাম ধরে কিছু বলা না হলেও রাজাকার, শান্তি কমিটি, আলবদর, আল-শামস বাহিনী সম্পর্কে তথ্য থাকত। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পর্যায়ক্রমে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সব শ্রেণীর বাংলা, সমাজ ও ইতিহাস বই থেকে প্রসঙ্গটি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

জান্তা আছে, রাজাকার নেই: ষষ্ঠ শ্রেণীর চারুপাঠ বইয়ে ১৯৭১ নিয়ে একটিমাত্র গদ্য আছে। এর নাম 'রক্তে লেখা মুক্তিযুদ্ধ' (পৃষ্ঠা ১০ থেকে ১৪)। ২৫ মার্চের কালরাত, মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনা, অগ্নিকাণ্ড, গোলাগুলি, মুক্তি বাহিনী গঠন, রক্তাক্ত অধ্যায়–সবকিছুই আছে এই লেখায়। এমনকি ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, কারফিউ, জান্তা, মুক্তিফৌজ প্রভৃতি শব্দের অর্থ দেওয়া আছে। কিন্তু রাজাকার, আলবদর, আল-শামস, শান্তি কমিটিসহ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের সম্পর্কে একটি শব্দও লেখাটিতে নেই।

গদ্যটির লেখিকা অ্যাডভোকেট সাহিদা বেগম প্রথম আলোকে বলেছেন, শিশু একাডেমী থেকে প্রকাশিত তাঁর 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনো' বই থেকে এ লেখাটি নিয়ে তা সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জিত করে ছাপা হয়েছে। তিনি জানান, মূল বইয়ে রাজাকারসহ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের ভূমিকার কথা আছে।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার আট মাসের মাথায় তড়িঘড়ি করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ইতিহাস, বাংলা ও সমাজবিজ্ঞান বই পরিবর্তন করে। যে বিষয়গুলো বদলানো হয় তার মধ্যে আছে: মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া, জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক বলা, মুক্তিযুদ্ধে জিয়ার অবদানকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চেয়ে বড় করে দেখানো এবং পাঠ্যবই থেকে 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি প্রায় ছেঁটে ফেলা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ইতিহাস বিকৃতি শুরু হয়েছিল ১৯৯১ সালে, স্বৈরশাসক এইচ এম এরশাদের পতনের পর বিএনপির প্রথম সরকারের আমলে। ১৯৯৬ সালে দীর্ঘ ২১ বছর পর ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ এসে এ নিয়ে কিছুটা বাড়াবাড়ি করে। তিনি আরও মনে করেন, ২০০১ সালে এসে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ওলট-পালট করে ফেলা হয়েছে।

অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, 'রাজনীতিবিদদের ইতিহাসের ওপর চড়াও হওয়ার অধিকার নেই। ইতিহাসের দায় হচ্ছে যার যতটুকু প্রাপ্য তাকে ততটুকুই দেওয়া। অতি মূল্যায়ন বা অবমূল্যায়ন করা ঐতিহাসিকের কাজ নয়।'

'এক শ্রেণীর দালাল': পঞ্চম শ্রেণীর 'পরিবেশ পরিচিতি: সমাজ' বইয়ের সরকারি সংস্করণে পাঁচটি বাক্য বাদ দেওয়া হয়েছে–মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এদেশীয় কিছু লোক পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। এমনকি তারা অনেক নিরীহ বাঙালিকে নির্যাতন ও হত্যা করে। পাকিস্তানিদের এই দোসররা রাজাকার, আলবদর, আল শামস ইত্যাদি নামে পরিচিত। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পূর্বক্ষণে তারা এ দেশের খ্যাতিমান শিক্ষক, ডাক্তার, শিল্পী ও সাংবাদিকসহ বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাদের স্মরণে ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়।

বইটির এ সংস্করণে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে–মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে। তবে ১০ থেকে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে এই বর্বরতা ও হত্যাযজ্ঞ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশনা ও মদদে একশ্রেণীর দালাল এই হত্যাযজ্ঞ ঘটায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় শুধু পাকিস্তানি বাহিনী নয়, দেশজুড়ে রাজাকার, আলবদরেরাও হত্যা করেছিল। পাকিস্তানিদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে নিরন্তর ঘৃণা সৃষ্টি করা ও জাগিয়ে রাখা জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করেন তিনি।

অধ্যাপক মামুন বলেন, 'পাঠ্যবইয়ে গোলাম আজম ও নিজামীর নাম ও ছবি থাকা বাঞ্ছনীয়। শিশুরা কী জানবে না তাদের পূর্বপুরুষরা কাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে?'

খড়ের গাদায় সুচ খোঁজা: চতুর্থ শ্রেণীর 'পরিবেশ পরিচিতি: সমাজ' বইয়ের চলতি সংস্করণের ৬৪ পৃষ্ঠায় বলা

আছে–'মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে তারা (পাকিস্তানিরা) রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনী গড়ে তোলে।' পুরো বইতে পাকিস্তানের এদেশীয় সহায়কদের সম্পর্কে এই একটিই মাত্র বাক্য আছে।

পঞ্চম শ্রেণীর 'আমার বাংলা বই'-এর ৫৪ পৃষ্ঠায় একটি গদ্যের শিরোনাম 'আমরা তাঁদের ভুলব না'। এই লেখায় বুদ্ধিজীবীদের হত্যার বর্ণনায় কেবল উল্লেখ করা হয়েছে 'তারা (পাকিস্তানি সেনারা) এ দেশের স্বাধীনতাবিরোধী কিছু মানুষের সহায়তায় অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে এ নির্মম নীলনকশা বাস্তবায়ন করে।' কিন্তু এই সহায়তা কারা দেয়, সে সম্পর্কে আর কিছুই বলা নেই।

অষ্টম শ্রেণীর 'সামাজিক বিজ্ঞান'-এর ৪৯ পৃষ্ঠায় '১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম' শীর্ষক বর্ণনায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞের কথা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের রুখে দাঁড়ানোর কথা আছে। কিন্তু কারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল সে সম্পর্কে একটি শব্দও নেই।

একইভাবে নবম-দশম শ্রেণীর 'বাংলাদেশ ও প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস' বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে স্বাধীনতাবিরোধীদের উল্লেখ নেই। কেবল ১১৯ পৃষ্ঠায় একটি বাক্যে বলা হয়েছে, 'পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর এদেশীয় দোসররা বাংলাদেশের শিক্ষক, চিকিৎসক, সাংবাদিকসহ বহু সংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।'

অথচ একই বইয়ের আগের সংস্করণে ছিল 'পাকিস্তানপন্থী এ দেশীয় কিছু গোষ্ঠী জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগসহ কতিপয় রাজনৈতিক দল বাঙালিদের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে এবং পাকিস্তানি শাসকদের সাহায্য ও সহযোগিতা করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এজন্য তারা পরিকল্পিতভাবে দেশের কৃতী সন্তানদের হত্যা ও পাকিস্তানি হানাদারদের সহযোগিতা করার জন্য কুখ্যাত রাজাকার, আলবদর, আল শামস নামে ঘাতক বাহিনী ও তথাকথিত শান্তি বাহিনী গঠন করেছিল।' জোট সরকারের আমলে বইটি থেকে এ ধরনের ১৫টি বাক্য বাদ দেওয়া হয়েছে।

এখন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রাসঙ্গিক পাঠ্যবইয়ে স্বাধীনতাবিরোধী বা যুদ্ধাপরাধীদের সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো তথ্য নেই। যৎসামান্য উল্লেখ যদি বা থাকে, তা খুবই সাবধানে এড়িয়ে গিয়ে বলা। এ থেকে একজন শিক্ষার্থী বিশেষ কিছুই জানবে না।

এদিকে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একজন কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, 'আমাদের সরকারের মনোভাব ও নির্দেশ অনুযায়ী চলতে হয়। এমনকি বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস লিখতে বলে তাতেও আমাদের আপত্তি থাকবে না।'

URL : http://www.prothom-alo.com/print.php?t=h&nid=NTA4Ng==

বন্ধ করুন | প্রিন্ট করুন

Home | About Us | Feedback | Contact

Best viewed at 1024 x 768 pixels and IE 5.5 & 6

Editor : Matiur Rahman, Published by : Mahfuz Anam, 52 Motijheel C/A , Dhaka-1000.
News, Editorial and Commercial Office: CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka-1215.
Phone: (PABX) 8802-8110081, 8802-8115307-10, Fax: 8802-9130496, E-mail : info@prothom-alo.com

Copyright 2005, All rights reserved by
Prothom-Alo.com
Privacy Policy | Terms & Conditions